তারিখ 18 DEC 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

সংবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ ভাগ শিক্ষার্থী মানসিক রোগী, কর্তৃপক্ষ কী করছেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৪ ভাগ শিক্ষার্থী মানসিক সমস্যায় ভোগেন মর্মে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। আমরা চাই এই খবরটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ সরকারের সর্বোচ্চ মহলেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করুক। ঘটনাটি উদ্বেগ সৃষ্টিকারী এতে কোন সন্দেহ নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র টিএসসিতে অবস্থিত নির্দেশনা ও পরামর্শ দান কেন্দ্রের একটি গবেষণামূলক তথ্য থেকে সংবাদটি জানা গেছে। তথ্য জানাচ্ছে, প্রেমে ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক সঙ্কট, প্রত্যাশিত ফল না করতে পারা, পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্যহীনতা ও আবাসন সঙ্কটসহ বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনোরোগ বেড়ে যাচ্ছে। এই পটভূমিতে বিগত পাঁচ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ ছাত্রছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। এদের মধ্যে আবার ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। এ সংখ্যা হচ্ছে ১১ জনের মধ্যে ৭ জন। আত্মহত্যার বিষয়ে যতটা তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে প্রেমে ব্যর্থতার কথাটাই উঠে এসেছে। অর্থনৈতিক কারণেও এই আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটে। সর্বশেষ অর্থনৈতিক সঙ্কটে গত ১৫ নভেম্বর মুহসীন হলের ছয়তলা থেকে বাংলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মোস্তাফিজুর রহমান লাফ দেয়।

উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা সহজেই আত্মহত্যায় প্ররোচিত হয়। যেকোন সমস্যার সমাধান না করতে পারলেই তারা ধাপে ধাপে আত্মহননের পথটির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক শহীদুল্লাহ বলেছেন, মানসিক রোগীর সংখ্যা সারা পৃথিবীতেই বেড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো সমস্যাসঙ্কুল দেশগুলোতে এর প্রকোপ আরও বেশি। অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা ও লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে না পেরেই মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোরোগ ও সেসঙ্গে আত্মহননের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিংবা উঁচু পর্যায়ে সরকার কোন পরিকল্পনা করেছে কি-না আমাদের জানা নেই। এই পরিস্থিতিটি অনেক দিনের পুরনো। এই বিষয়ে আমরা এই কলামে এর আগেও লিখেছিলাম। কিন্তু আমাদের লেখায় কোন কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তথা সরকার ছাত্রছাত্রীদের এ সমস্যা থেকে উঠে আসতে কোন সাহায্যই করেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি বিভিন্ন সমস্যায় ভোগা ছাত্রছাত্রীদের যে নির্দেশনা ও পরামর্শ দেয় তাকেই আমরা যথেষ্ট বলে মনে করছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যকার মনোরোগের ও আত্মহত্যার প্রবণতাটি রোধ করার জন্য আরও ব্যাপক পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গ্রহণ করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আ কা ফিরোজ আহমদ বলেছেন, মূলত এ বয়সে যেমন উপযুক্ত ও সৎ বন্ধু দরকার তেমনি দরকার অনুকূল পরিবেশ ও সেসঙ্গে পারস্পরিক বন্ধন। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটি সুষ্ঠু নীতিমালা ও পরিকল্পনা থাকার দরকার। একই সঙ্গে সরকারেরও উচিত অর্থ ও অন্যান্য বস্তুগত সাহায্যসহ কৌশলগত সাহায্য প্রদানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দিতে গিয়ে সরকারের তহবিল থেকে যে ব্যয় হয় তার সঙ্গে এই খাতে সাহায্যের জন্য একটি নতুন ব্যয়ের পরিকল্পনাও সরকার গ্রহণ করুক সেটাই আমরা চাই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি সমস্যাপীড়িত ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি শক্তিশালী সেল কিংবা বিভাগ পরিচালনায় উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে কিছুটা হলেও সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। তা না হলে পরিস্থিতি যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি মনোরোগের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে উঠলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে আমরা অভিভাবকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ছেলেমেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে দায় সারা হলো বলে ভাবলে অভিভাবকরা ভুল করবেন। প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত, তাদের সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকে মনিটরিং করা। খোঁজ-খবর করা ও পারিবারিক সম্পর্কটি প্রতিনিয়ত নবায়ন করাও অভিভাবকদের জন্য জরুরি একটি কাজ। এসব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অভিভাবক মহলের একটা যোগাযোগ এবং আদান-প্রদানের ব্যবস্থাটাও যাতে থাকে তারও নিশ্চয়তা থাকা খুবই জরুরি। আশা করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাম্প্রতিক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গুরুত্বের সঙ্গে ভাববেন এবং একটা সমাধানের পথ বের করবেন।